তারিখ 23 FEB 2012
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

সংবাদ

রুটিন পরিবর্তন দাবিতে

এইচএসসি পরীক্ষার্থীদের ঢাকা বোর্ড ঘেরাও

☐ পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে আহত ১৫ : আটক ৮

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

এইচএসসি পরীক্ষার সময়সূচি (রুটিন) পরিবর্তনের দাবিতে ঢাকা শিক্ষা বোর্ড ঘেরাও করতে গিয়ে পুলিশের সঙ্গে পরীক্ষার্থীদের সংঘর্ষে ১৫ জন আহত হয়েছেন, আটক করা হয়েছে ৮-জনকে। ঘটনার জন্য শিক্ষা বোর্ড কর্তৃপক্ষকে দায়ী করে বৃহত্তর কর্মসূচি দেয়ার ঘোষণা দিয়েছে বিক্ষুব্ধ পরীক্ষার্থীরা। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা বলেছেন, রুটিনের বিষয়টিকে জটিল না করে দ্রুত সংশোধিত সময়সূচি ঘোষণা করা প্রয়োজন। তবে ঢাকা শিক্ষা বোর্ড চেয়ারম্যান ও আন্তঃশিক্ষা বোর্ডের সমন্বয়কারী অধ্যাপক ফাহিমা খাতুন গতকাল সাংবাদিকদের বলেছেন, ছাত্রছাত্রীদের পেছনে বহিরাগতরা আছে। তারাই শিক্ষার্থীদের আন্দোলনে ইন্ধন দিচ্ছে। আমরা নমনীয় ছিলাম। কিন্তু ছাত্রছাত্রীরা যা করছে তা মানা যায় না। রুটিন পরিবর্তন করা হবে কী না জানতে চাইলে তিনি বলেন, এটা একটা খারাপ প্রবণতা। একবার তাদের দাবি বাস্তবায়ন হলে ভবিষ্যতে আরও দাবি তুলবে। তিনি অবশ্য পরীক্ষার্থীদের শান্ত থাকার আহ্বান জানান।

জানা যায়, গতকাল সকাল থেকেই শিক্ষা বোর্ডের সামনে দলে দলে আসতে থাকে রাজধানীর নামি-দামি সব কলেজের পরীক্ষার্থীরা। দাবির পক্ষে লেখা অসংখ্য পোস্টার ও প্ল্যাকার্ড নিয়ে শিক্ষার্থীরা কর্মসূচিতে অংশ নেয়। এক পর্যায়ে দুপুরে কয়েকজন পরীক্ষার্থী চেয়ারম্যানকে স্মারকলিপি দিলে তা গ্রহণ করে বিষয়টি দেখা হবে বলে আশ্বাস দেন প্রফেসর ফাহিমা খাতুন। ছাত্রছাত্রীরা অভিযোগ করে, সব সময় দেখা গেছে- বিজ্ঞানের শিক্ষার্থীদের জন্য মূল বিষয় যেমন-গণিত, রসায়ন, পদার্থ ও জীব বিজ্ঞান পরীক্ষার আগে ৪ থেকে ১০ দিন পর্যন্ত সময় রাখা হয় পরীক্ষার্থীদের প্রস্তুতির জন্য। কিন্তু এবার মোট পরীক্ষার সময় ধরা হয়েছে ৫১ দিন। এই সময়ের মধ্যে সব পরীক্ষা শেষ করা হবে। কিন্তু ৫১ দিন পরীক্ষা হলেও এর মধ্যে বিজ্ঞানের পরীক্ষার্থীরা মাত্র ২৯ দিন সময় পাচ্ছে। সংশ্লিষ্টরা জানায়, গতকাল বেলা তিনটার দিকে শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর ফাহিমা খাতুন তার দফতরে আন্দোলনকারী ছাত্রছাত্রীদের মধ্য থেকে ১০ জনকে আলোচনার জন্য ডাকেন। ১০ কলেজের ১০ জন পরীক্ষার্থীর সঙ্গে আলোচনার সময় ফাহিমা খাতুন তাদের বলেন, রুটিন পরিবর্তনের বিষয়টি মন্ত্রণালয়ের হাতে। তারপরও বিষয়টি আমরা দেখব। এ সময় তিনি শিক্ষার্থীদের কাছে তাদের ছাত্রত্বসহ পরিচয় জানতে চান। আলোচনার পর তারা বাইরে এলে অবস্থানরত পরীক্ষার্থীরা সময়সূচি সংশোধনের স্পষ্ট ঘোষণা দাবি করেন। তখন পুলিশ তাদের সরিয়ে দিতে গেলে কথাকাটাকাটির এক পর্যায়ে সংঘর্ষ শুরু হয়। পুলিশের বেপরোয়া লাঠি পেটায় ছাত্রছাত্রীদের মিছিল ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। এতে আহত হন ১৫ পরীক্ষার্থী এবং আটজনকে আটক করেছে চকবাজার থানা পুলিশ। আন্দোলনে অংশ নেয় ঢাকা কলেজ, সিটি কলেজ, নটর ডেম কলেজ, ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, আদমজী পাবলিক কলেজ, দনিয়া কলেজ, কবি নজরুল সরকারি কলেজ, রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, সরকারি বিজ্ঞান কলেজ, বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহম্মদ রাইফেলস পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ, বিসিআইসি কলেজ, ইম্পেরিয়াল কলেজসহ প্রায় শতাধিক কলেজের বিজ্ঞানের পরীক্ষার্থীরা।